দ: । কো । রি । য়া

দালালদের বউ পাচারের ব্যবসা

অক্সিজেন ছাড়া যেমন মানুষ বাঁচে না, তেমনি অর্থ ছাড়াও মানুষের জীবন চলে না, বলতে গেলে একেবারেই অচল। আর এই অর্থের পেছনেই মানুষ ছুটতে থাকে। এতে কেউ সফল হয় আবার কেউবা ব্যর্থ হয়। তাই তো অর্থের কারণে দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশের মাটিতে অবস্থান করছে দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। জীবনের চাওয়া-পাওয়া, আনন্দ-উল্লাস, দুঃখ-বেদনার অনেক কিছুই বিসর্জন দিতে হচ্ছে অর্থের কারণে। শুধু সমাজে একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য। কিন্তু আমাদের এই চাহিদার কখনো কি শেষ হবে? এর সঠিক উত্তর আমাদের জানা নেই। তাইতো কোরিয়ার মতো দেশে অর্থ উপার্জনের নেশায় পড়ে আছে অনেক বাংলাদেশী ভাই। যাদের ৮ বছর, ১০ বছর এমনকি এক যুগেরও বেশি সময় ধরে কোরিয়ায় পড়ে আছে। তারা জানে না তাদের চাহিদার কখন সমাপ্তি ঘটবে। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় তারা অতিবাহিত করছে অর্থের পেছনে, তাই তো বাধ্য হয়েই অনেকে কোরিয়াতে বিয়ে করছে, কেউবা এখানে বসে টেলিফোনে বিয়ে করে মা-বাবার আশা এবং সামাজিক ও ইসলামিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, বিয়ের পর তাদের দুশ্চিন্তার অংশ আরো বেড়ে যায়, কারণ যাকে বিয়ে করেছে তাকে একনজর দেখতে মন সারাক্ষণ ব্যাকুল হয়ে থাকে। তার সংস্পর্শ সব সময় কামনা করে, আর এটাই স্বাভাবিক, তাইতো আবেগকে গুরুত্ব দিতে স্ত্রীকে কাছে আনার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কিন্তু কিভাবে আনবে? বৈধভাবে তো সম্ভবই নয়, যদি আনতে হয় তাহলে অবৈধভাবে বিভিন্ন দালালের মাধ্যমে। আর এখানকার দালালেরাও এসব সুযোগকে ভালোভাবে কাজে লাগায়। এতে তাদের লাভ হয় বেশি। প্রথম অবস্থায় এই ব্যবসার চাহিদা তেমন একটা না থাকায় ডিমান্ডও কম ছিল। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদাও বাড়তে থাকে। এই সুযোগে দালালদের ডিমান্ডও বেড়ে যায়। বর্তমানে একজন মেয়েকে আনা বাবদ দালালরা ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা দাবি করে। এরপরও থাকে অনিশ্চয়তা। তাছাড়া দালালদের মধ্যেও ভালো-মন্দের ব্যাপার আছে। এসব দালাল মেয়েদের আনতে বিভিন্ন দেশে ট্রানজিট ভিসা লাগিয়ে ২/৩ দিন অথবা এক সপ্তাহ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে অবস্থান করে তারপর কোরিয়াতে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। আর এই প্রথা অবলম্বন করতে তারা অন্যের স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী বানিয়ে নিয়ে আসে। এছাড়াও এদের বিভিন্ন বিমান বন্দরে অনেক হয়রানির শিকার হতে হয়। বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যারা এসব পরিস্থিতির শিকার হয়েছে তারাই কেবল বলতে পারবে না, বুঝতে পারবে দালালের মাধ্যমে বউ আনা কতটা ঝামেলার আর কতটাই নিরাপদ? শুধু দালালরাই নয়, বর্তমানে আমাদের দেশের বড় বড় ব্যবসায়ীরাও এই জঘন্যতম নারী পাচার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এসব দালাল ও ব্যবসায়ীদের কারণে আমাদের দেশের ভাবমূর্তি কতটুকু লজ্জাজনক অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে তা সত্যিই ভাবা যায় না। তেমনি একটি ঘটনার কথা আমার হৃদয়ে দাগ কেটেছে।

আমার এক বন্ধু কিছুদিন আগে ছুটিতে দেশে গিয়েছিল, তার দেশের বাড়ি ফেনী জেলায়। ২ মাস ১০ দিন বাংলাদেশে অবস্থান করে গত ২৪ আগস্ট কোরিয়ায় আসে। সে নিজেও জানতো না এমন একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন তাকে হতে হবে, তাও আমাদের দেশের দালালের কারণে। বন্ধু আগস্টের ২৪ তারিখ ভোর ৫টা ১০ মিনিটে থাই এয়ারলাইন্সে কোরিয়ায় Inchone International air port-এ আবতরণ করে। তাদের সঙ্গে আসা বেশির ভাগ যাত্রীই চায় না রাশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে আগত অন্য যাত্রীদের মতো সেও যথারীতি ইমিগ্রেশন কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, কিছুক্ষণ পরও তারও ডাক এলো সে তার কাগজ, কার্ড পাসপোর্ট, কাউন্টারে বসা অফিসারের দিকে বাড়িয়ে দিল, লোকটি পাসপোর্ট, কার্ড ভালোভাবে দেখে তার সামনে রাখা কম্পিউটারে এন্ট্রি করে, পাসপোর্টে একটা সিল মেরে যাওয়ার ইশারা করলেন। কাউন্টার থেকে বেরিয়ে আসবে এমন সময় একজন কালো কোট পরিহিত রাশভারী লোক (বয়স ৪৫ থেকে ৫০ বছর হবে) পেছন থেকে Excuse me, বলতেই সে পেছনে তাকালো। ততক্ষণে লোকটা তার পাশে এসে জিজ্ঞেস করলো Are you Bangla? উত্তরে সে জানালো, Yes I am Bangladeshi! লোকটি তখন হাত ইশারা করে Follow me বলেই হাঁটতে লাগলেন, সে কোনো কথা জিজ্ঞেস না করেই থাকে অনুসরণ করতে লাগলো। লোকটি একটি রুমে প্রবেশ করলো সেও তাকে অনুসরণ করে ওই রুমে প্রবেশ করলো। রুমের দরজায় এসে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলো, তাতে বড় বড় অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা Immigration officer ভেতরে ঢুকতেই সে অবাক হয়ে চেয়ারে বসে থাকা মহিলার দিকে তাকিয়ে রইলো, কারণ এই মহিলার সঙ্গেই তার থাইল্যান্ড বিমান বন্দরে পরিচয় হয়, সঙ্গে তার স্বামীও ছিল, কিন্তু এখানে কেন? তাও আবার ইমিগ্রেশনে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করলো! সে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো ভাবী আপনি এখানে আপনার স্বামী কোথায়? অফিসার বন্ধুর ভাব এবং কথা বলতে দেখে জিজ্ঞেস করলো তোর সঙ্গে তার পরিচয় আছে, আমি শুধু হ্যাঁ বললাম, মহিলা তখন ফ্যালফ্যাল করে কাঁদতে কান্নার সঙ্গে তার শরীরও কাঁপছে, দেখে মনে হয় খুব ভয় পেয়েছে, রাশভারী অফিসারটি ধমকের সুরে Stop it and don't cry.

লোকটি আমাকে জিজ্ঞেস করলো Can you speak to Korean language. উত্তরে Yes বলল বন্ধু। তার সামনে বসা আরেকজন অফিসার আর পাসপোর্ট ও কোম্পানির কার্ড নিয়ে কম্পিউটারে চেক করছে। রাশভারী অফিসারটি বন্ধু বলে আমি যা যা জিজ্ঞেস করবো। (ঐ মহিলাকে) তার উত্তরে তুমি কোরিয়ান ভাষায় আমাদেরকে বলবে। বন্ধু উত্তরে হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিল। এবার লোকটি প্রথম প্রশ্ন করলো, আপনার বিয়ে হয়েছে কবে? উত্তরে মহিলা বলল, ২০০৪ সালের মার্চ মাসের ২২ তারিখে। বন্ধু তাদের উভয়ের মাঝে দোভাষী হিসেবে কাজ করছে। এবার অফিসারটির দ্বিতীয় প্রশ্ন করলো, আপনার ফ্যামিলিতে কে কে আছে। আর আপনার স্বামীর ফ্যামিলিতেও কে কে আছে, উত্তরে মহিলা নিজের ফ্যামিলির কথা এবং তার সত্যিকারের স্বামীর ফ্যামিলির কথা বলে দিয়েছে। এবার তৃতীয় প্রশ্ন আপনার স্বামী কি করে, উত্তরে মহিলা বলল কোরিয়ায় থাকে। একে তো মহিলা খুব ভয় পেয়েছে। তার ওপর বিভিন্ন প্রশ্নের কারণে সব সত্যি কথা বেরিয়ে যাচ্ছে, দালালের শিখিয়ে দেয়া কথাও ভুলে যায়, এরপর অফিসারটি যেসব প্রশ্ন করেছে, তা সত্যিই আমার কলমের ভাষায় আসছে না। তাছাড়া

এসব প্রশ্ন শুনে মহিলা এতোটা বিব্রতবোধ করছে যে, তার দিকে বন্ধুও তাকাতে পারেনি। শুধু প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তরে মহিলা মাথা নাড়িয়ে না সূচক উত্তর দিয়েছে। তারপর যে প্রশ্নের সম্মুখীন বন্ধুকেই হতে হয়েছে তা সত্যিই দুঃখজনক। অফিসারটি তাকে জিজ্ঞেস করে, তোদের দেশের মেয়েরা বিয়ের পর অন্য লোকের সঙ্গে রাত যাপন করে বা ক'দিন পর্যন্ত থাকলে কোনো সমস্যা হয় না। তখন ঐ মেয়েদের স্বামী কিছু বলে না? প্রশ্নটা করেই অফিসারটা হাসতে লাগলো। তার হাসির সঙ্গে আরো কয়েকজন অফিসারও সামিল হলো। সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েটি বুঝতে পারেনি যে তাকে নিয়ে তারা কি সব খারাপ কথাই না বলছে! শুধু তাকে নয়, আমাদের দেশের গোটা নারী সমাজকে নিয়ে কথা বলেছে। যা সত্যিই দুঃখজনক। সে দিন সেই চেয়ারে বসেই বন্ধু সিদ্ধান্ত নেয় সে অন্তত তার স্ত্রীকে কোরিয়া আনার কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলবে।

এই ছুটিতে দেশে গিয়ে বিয়ে করে এসেছে বন্ধুটি। আসার সময় তার স্ত্রীকে কথা দিয়ে এসেছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে কোরিয়া নিয়ে আসবে। বন্ধু আজ বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখের সামনে কালো পর্দা সরে গেছে, নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুরুষ সমাজকে যারা কি না অর্থের লালসায় এ রকম জঘন্যতম কাজ করছে। কিছুক্ষণ পর অফিসারটি একটা কাগজ আমার হাতে ধরিয়ে দেয়, বলে ভালো করে দেখ এতে কোনো মিল পাওয়া যায় কি না, বন্ধু কাগজ হাতে নিয়ে মিলিয়ে দেখতে লাগলো সব ইংরেজিতে লেখা, অর্থাৎ তাদের সব কথার উত্তর যার কোনো মিলই পাওয়া যায়নি। দালালের কথা এবং মহিলার কথা দু'ধরনের। দালালকে পাশের রুমে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল যাতে একজন আরেকজনের চেহারা পর্যন্ত না দেখতে পারে। বন্ধুর তখন বুঝতে আর বাকি রইলো না যে, এই মহিলা দালালের মাধ্যমে আসতে চেয়েছিল। মহিলা তখনও কাঁদছিল আর কাঁদবেই না কেন, এই পরিস্থিতিতে সবারই কান্না পাবে। এটাই স্বাভাবিক। কিছুক্ষণ পর অফিসারটি এসে বলে তাকে আজ বিকেলের ফ্লাইটে দেশে ফিরে যেতে হবে? বলে দাও। আর তা বানানো স্বামী বেরিয়ে গেছে। বন্ধু জিজ্ঞেসও করলো কিভাবে বেরুল। অফিসারটি বললো তোমাদের দেশে যেমন দালাল আছে, আমাদের দেশেও দালাল আছে। আর তাদের বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকায় তারা বেরিয়ে যেতে সুযোগ পায়। তুই এবার চলে যেতে পারিস, আর মেয়েটাকে বলে দে বিকালে তার ফ্লাইট, বিমানে ওঠার আগ পর্যন্ত তাকে এখানেই থাকতে হবে। অফিসারের কথাগুলো মেয়েটাকে বললে সে আবারো কাঁদতে শুরু করলো। বাধ্য হয়েই তাকে সান্ত্বনার বাণী শোনানো ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। সফিক ২৪ আগস্ট বিকেলে বিমানবন্দর থেকে ছাড়া পেয়েছে, কারণ ঐ মহিলার জন্য বিকেল ৫টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। মেয়েটি যাওয়ার আগে সফিককে একটা অনুরোধ করেছিল, তা হলো কারো স্ত্রীকে অন্তত এভাবে দালালের মাধ্যমে যাতে কোরিয়ায় না আনে। এখানে মেয়েটির দেশের বাড়ি তার স্বামীর নাম, কোথায় থাকে এবং দালালের নাম উল্লেখ করা হয়নি, কারণ মেয়েটির স্বামী বন্ধুকে অনুরোধ করেছিল কাউকে যাতে না বলে। তাই আমিও সেই গোপনীয়তা রক্ষা করার চেষ্টা করলাম। শুধু কোরিয়ায় অবস্থানরত বিবেকবান শিক্ষিতদের প্রতি অনুরোধ থাকবে, আপনারা অন্তত আপনাদের শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি আর বিবেককে বিসর্জন দেবেন না।

এখনো যারা এসব দালালের মাধ্যমে নিজেদের স্ত্রীকে দালালের স্ত্রী বানিয়ে আনার ব্যাপারে আগ্রহী বা কোনো ব্যবসায়ীর মাধ্যমে আনার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাদের ভেবেচিন্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়াটাই হবে সমুচিত।

Md. Kamruzzaman (Babu)
Kwangju City, South Korea

A QUALITY INTERNATIONAL FOOD STORE IN TOKYO, JAPAN

HALAL — online store BATICROM — TOKYO

HAPPY NEW YEAR
উপলক্ষে বাতিক্রমের বিশেষ মূল্যহ্রাস

আংশিক মূল্য তালিকা :

কাতলা, মাগুর, শোল, বাটা	৬৯৫ ইয়েন/কেজি
বোয়াল, কাজলী, কোরাল বাইম	৬৯৫ ইয়েন/কেজি
মলা, পাবদা/পোনা, কাচকি, বাটা	৪৯৫ ইয়েন/কেজি
শুঁটকি (লোটকি, বাতাসি, রূপচাঁদা, কাঁচকি, ছুরি, পাটিয়া)	৪০০-৬০০ ইয়েন/প্যাকেট
বাংলাদেশী রান্না মসলা (গরু, খাসী)	৯৯৫ ইয়েন/কেজি
গরু/খাসীর গোশত	৮৫০ ইয়েন/কেজি
(Beef/Mutton Cut Regular)	

চাল, বাসমতি, MIXED সবজি	৩৯৫ ইয়েন/প্যাকেট
ডাল (মসুর, মুগ, বুট, খেসারি)	৩৯৫ ইয়েন/কেজি
রান্নার মসলা (হলুদ, মরিচ, জিরা ধনিয়া)	৩৯৫ ইয়েন/প্যাকেট
বাংলা, হিন্দি গান+সিনেমার cd/vcd/dvd	৪৮০/৫৮০/৭৮০ ইয়েন/কপি
বাংলা (গল্প, উপন্যাস) বই	৮০০-২৫০০ ইয়েন/কপি
পোশাক : শাড়ি, শার্ট, শাড়ি, থ্রি-পিস, পাঞ্জাবি, পায়জামা, লুঙ্গি, টুপি)	আকর্ষণীয় মূল্যে

Retail sale
Baticrom Online Store
Abenkurest Itabashi Building
1-13-10 Itabashi, Itabashi-Ku, Tokyo, Japan.
Tel : 03-5943-5661, 03-3963-6636
Fax : 03-5943-5662
E-mail-info@baticrom.com

For Wholesale:
DIAMOND TRADING COMPANY
Eguchi Bldg.; 1-45-14 Ikebukuro-Honcho
Toshima-ku, Tokyo, Japan.
Tel.: (03)3590-6433 fax.: (03)3590-6434

গ্রাহক সন্তুষ্টিই আমাদের প্রতিপাদ্য !!
সাধ, সাধ্যের এক অপূর্ব সমন্বয়

www.baticrom.com